দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 23 1999
পৃঃ 7 কলাম 2

152

হাই কোর্ট কর্তৃক মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিও বন্ধের একতরফা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত

মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সরকারের অবৈধ আদেশ সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী

—এডভোকেট মাহবুবুর রহমান,

কোর্ট রিপোর্টার ঃ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাসসির হোসেন ও মাননীয় বিচারপতি বিজন কুমার দাস সমন্বয়ে গঠিত অবকাশকালীন হাই কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল (বুধবার) নোয়াবেকী বিড়ালক্ষী কাদেরিয়া আলীম (সিনিয়র) মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা ও কৈচাপুর দাখিল মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক ২টি রীট মামলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৬ নং সেকশনের সিনিয়র সহকারী সচিব কর্তৃক গত জুন ও মে মাসে জারিকৃত আদেশবলে উক্ত মাদ্রাসাদ্বয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও পদ্ধতির মাধ্যমে মাদ্রাসায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনে, সরকার কর্তৃক দেয় বেতন ভাতার যে সুযোগ বাতিল ও বন্ধ করা হয় সে আদেশের কার্যকারিতা কেন অবৈধ, আইন বহির্ভূত ও মূল্যহীন ঘোষণা করা হবে না ৪ সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের উপর এক রুলনিশি জারি করেছেন। একই সংগে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় চ্যালেঞ্জকৃত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিবের উল্লেখিত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে আদেশ প্রদান করেছেন। ৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সরকারের অবৈধ আদেশ সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রীট আবেদনকারীদ্বয়ের পক্ষে তাদের প্রধান কৌসুলি সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ বিশিষ্ট আইনজীবী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট মাহবুবুর রহমান আদালতে প্রাথমিক শুনানিকালে বলেন, চ্যালেঞ্জকৃত আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, কর্মচারীদেরকে পূর্বে না জানিয়ে কোনরূপ কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান না করে এবং তাদেরকে কোন পর্যায়ে কোনভাবেই শুনানি না করে একতরফাভাবে জারি করা হয়। তিনি আরো বলেন, এহেন পদক্ষেপ শুধু আইনের পরিপন্থী নয়, অধিকন্তু এটি সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী, ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিপন্থী। যেখানে বর্তমানে সমগ্র দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত, ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে যেখানে বলা হচ্ছে যে, ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সরকার আগ্রহী, সে অবস্থায় উল্লেখিত একতরফা ... আদেশ সরকারের ঘোষিত নীতিরও পরিপন্থী। এডভোকেট মাহবুব আরো বলেন, জরুরী ভিত্তিতে ছাত্র, শিক্ষক ও জনস্বার্থে মাননীয় আদালতের এ বিষয়ে ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তা না হলে শিক্ষক ও কর্মচারীরা থাকবেন অনাহারে ও শত শত ছাত্র শেষ পরীক্ষার সুযোগ থেকে হবে বঞ্চিত। কারণ, মাদ্রাসার স্বীকৃতি ছাড়া এই পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রেরণ আইনগত দিক থেকে সম্ভব নয়। তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের সম্বোধন করে তিনি বলেন, অবৈধ ও একতরফাভাবে তথাকথিত তদন্ত ও প্রতিবেদনের নাম করে মাদ্রাসা বন্ধ করায় মাদ্রাসা শিক্ষা সংকুচিত হওয়ায় ইতোমধ্যেই জনগণের মধ্যে দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি বিষয়টি জাতীয় সংসদে পর্যন্ত গড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে দেনদরবারও করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের টনক না নড়ায়, কোন প্রতিকার না হওয়ায়, সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে শেষ সম্বল হিসেবে মাননীয় আদালতের আশ্রয় নিয়েছে। এই আদালতই তাদের শেষ ভরসা এবং সে কারণেই তারা বিচারপ্রার্থী এবং প্রতিকার ও সমস্যা সমাধানের এবং অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা ও সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের আবেদন নিয়ে আজকে আদালতে উপস্থিত।

মামলার শুনানিকালে জনাব মাহবুবুর রহমানকে সহায়তা করেন এডভোকেট ফারাহ মাহবুব ও এমদাদুল হক কাজী।